২৩-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ অভিমান তোমাদের অনেক দুঃখ দেয়, এই জন্য দেহী অভিমানী হও, দেহী অভিমানী হলে পরে পাপের বোঝা সমাপ্ত হয়ে যাবে ।"

প্রশ্ন :- সত্যযুগে ধনবানের(সাহুকার) পদ কিসের আধারে প্রাপ্ত হয়?

উত্তর :- সাহুকার হতে পারবে জ্ঞান ধারণার আধারে । যে যত জ্ঞান - ধন ধারণ করতে সক্ষম আর দান করেন ততই বড় সাহুকারের পদ প্রাপ্ত করবে,) এভার হেল্দী) চিরকালই সুস্থ থাকবে । পড়াশোনা করতে হবে আর পড়াতে হবে । তাছাড়া বিশ্ব মহারাজন হতে গেলে অনেক রয়্যাল সার্ভিস করতে হবে । সমস্ত দুর্বলতা দূর করে দিতে হবে । সম্পূর্ণ দেহী অভিমানী হতে হবে । খুব ধৈর্য সহকারে আর খুব গভীর ভাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।

গান :- ধৈর্য্য ধরো হে মানব.....

ওম শান্তি । এটা কে বললেন ? বাবা বললেন, বাচ্চাদেরকে, ধৈর্য্য ধরো । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বলেননি। যদিও সবাই আমারই সন্তান কিন্তু সবাই তো বসে না । বাচ্চারা তো ভালো রকম জানে যে এই দুঃখ ধামের পরিবর্তন হচ্ছে । সুখধামের জন্য আমরা পড়ছি এবং শ্রীমতে চলছি । বাচ্চাদের ধৈর্য্য শক্তি দেন । বাস্তবে পুরো দুনিয়া গুপ্ত ধীরতা প্রাপ্ত করছে, তোমরা ভাবছো যে আমরা সামনে বসে শুনছি । কিন্তু সবাই তো শোনে না । উনি হলেন অসীমের (বেহদের) বাবা অসীমের(বেহদ)দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা । দুঃখ হরণ করে সুখের পথ বলে দেন ।তোমাদের যখন সুখ হবে তখন দুঃখের কোনো চিহ্ন থাকবে না । সুখের দুনিয়ায়কে সত্যযুগ আর দুঃখের দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয় । এটা বাচ্চারা জানে । সত্যযুগে সম্পূর্ণ সুখ থাকে, তাও ১৬ কলা সম্পন্ন ।যেমন চন্দ্রমা ১৬ কলা থেকে কম হতে হতে অমাবস্যাতে সরু একটা ফালি হয়ে যায়, প্রায় অন্ধকার হয়ে যায় । ১৬ কলা সম্পন্ন, তখন সম্পূর্ণ সুখের কাল হবে ।কলিযুগে আছো । ১৬ কলা অপূর্ণ তাই দুঃখ থাকে । এই পুরো দুনিয়ায় মায়া রূপী গ্রহণ লেগে যায়, এই জন্য বাবা এখন বলেন, তোমাদের মধ্যে যে দেহ অভিমান আছে, তাকে আগে ত্যাগ করো। এই দেহ অভিমান তোমাদের অনেক দুঃখ দেয়। আত্ম অভিমান হও তাহলেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে । দেহ অভিমানে থাকলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না । এটা অর্ধ কল্পের দেহ অভিমান । এই অন্তিম জন্মে দেহী অভিমানী হলে পরে পাপের বোঝা সমাপ্ত হয়ে যাবে আর তারপর ১৬ কলা সম্পন্ন হয়ে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । অনেকে তো দেহ অভিমানের কথা বুঝতে পারে না । মানুষকে তো দুঃখী করে দেহ অভিমান । তারপরে তো আছে আরো অন্য বিকার । দেহ অভিমানী হলে পরে এই সব বিকার দূর হয়ে যাবে। নাহলে বিকার দূর হওয়া মুশকিল আছে । দেহ অভিমানের প্র্যাকটিস হয়ে গেলে নিজেকে দেহ অভিমানী (আত্মা) ভাববেই না ।এতে সব বিকারের দান দিতে হবে । প্রথমত দেহ অভিমানকে ত্যাগ করতে হবে । কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সব পরের কথা । উনি তোমাদের বাবা । দেহ অভিমানের কারণে লৌকিক বাবাকেই পিতা ভেবে আসছো । এখন প্রধান কথা হলো যে আমরা পবিত্র কেমন করে হবো । পতিত দুনিয়ায় সবই তো পতিত, পবিত্র কেউ হতে পারে না । একমাত্র বাবাই সবাইকে পবিত্র করে আনন্দের সাথে নিয়ে যান ।

এখন বাচ্চারা তোমাদের তো যোগের চিন্তন সব সময় থাকে । বেঁচে থেকেও না থাকার মতো । দেহ অভিমান ভুলে যাওয়া মানে মরণ প্রাপ্ত করা। আমরা, আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবো । এই পবিত্র হবার যুক্তি বাবা আমাদের বুঝিয়েছিলেন । এখন আবার বোঝাচ্ছেন । কল্প কল্প ধরে বার বার বোঝাবেন । দুনিয়াতে আর কেউ বোঝাতে পারবে না । মুল কথা হলো শিবের স্মরণ করা । সেই সব এখানে (সেন্টার) এসে বি. কের দ্বারা শুনতে হবে কেননা দাদার থেকে বর্সা(অধিকার) পেতে হবে । তাই জন্য এটা প্রাপ্ত করতে হলে একজন বাবা তো নিশ্চয়ই দরকার । নির্দেশ কি করে পাবে? *অনেকে বলে যে আমাদের ব্রহ্মাবাবার সাথে কোনো কানেকশন নেই । আচ্ছা, তুমি নিজে নিজেকে আত্মা ভেবে শিববাবাকে স্মরণ করো। ঘরে গিয়ে বসে থাকো । কিন্তু এই যে সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান প্রাপ্ত করছো, সেটা কেমন করে পাবে । এই সব না বুঝে স্মরণ কেমন করে করবে । জ্ঞান তো এনার দ্বারা নিতে হবে, তাই না । এই জ্ঞান তো সব সময় পাওয়া যায় না । রোজ নতুন নতুন কথা বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাকুমারী ছাড়া কেমন করে এই সমস্ত বুঝবে ।* এই সব শিখতে হয় । *বাবা বলেন ঘরে বসে পুরুষার্থ করে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য, হতে পারে সে মুক্তি প্রাপ্তির দিকে যাচ্ছে । জীবন মুক্তি প্রাপ্তি হতে পারবে না ।* জ্ঞান – ধন ধারণ করে আর তা দান করলে পরেই ধনবান হবে । নাহলে চিরকালীন সুস্বাস্থের অধিকারী কেমন করে হবে । *মুরলীর আধারের সাহায্য নিশ্চয়ই নিতে হবে *। পড়াশোনা তো করতে হবে, তাই না । কেবলমাত্র লক্ষ্য নিয়ে অনেকেই এগিয়ে যাবে মুক্তির জন্য । *তোমরা সবাইকে বোঝাও যে তোমরা কেবল বাবাকে স্মরণ করো তাহলে সতোপ্রধান, পবিত্র হয়ে যাবে । তারপর জ্ঞান ধন নিয়ে সত্যযুগে সাহুকার হবে । নাহলে মুক্তি নিয়ে আবার ভক্তি মার্গের সময় এসে ভক্তি করবে । কারোর কল্যাণ করতে পারবে না, কারণ মানুষকে দেবতায় পরিণত হতে গেলে জ্ঞান নিশ্চয়ই দরকার আছে । * জ্ঞান প্রাপ্ত করে তা আবার শোনাতেও হবে । প্রদর্শনীতে দেখো কত চেষ্টা করা হয়, তাও কারোর বুদ্ধিতে ঢোকে না ।আত্মা কত ক্ষুদ্র বিন্দু রূপে থাকে। প্রত্যেক আত্মার নিজের নিজের পার্ট পাওয়া আছে । এটা তো তোমরা এখন জেনে গেছো যে, মনুষ্য মাত্র পার্টধারী । এতো পূর্ব রচিত নাটক । পুরোনো দুনিয়ার বিনাশও অনিবার্য। গানও আছে.. রাম গেল রাবণ ও গেল... যে কেউ যাক না কেন বাচ্চাদের দুঃখ হওয়া উচিত নয় । তোমরা তো জানো যে এহলো পূর্ব পরিকল্পিত ড্রামা, সবার বিনাশ তো হবেই। রাজা, রানি, সাধু, সন্ত সকলকেই মৃত্যুকে স্বীকার করতেই হবে , তাহলে কে কার অস্থি ভস্ম সংগ্রহ করবে । এই সব কারোর নাম বিখ্যাত করার জন্য করা হয়, এতে লাভ কিছু নেই । এতে তাদের আত্মার কোনো সুখ প্রাপ্ত হয় না । *মানুষ তো ভক্তি মার্গে যা কিছু করে তা সব না বুঝে করে* । এখন বাবা তোমাদের কত জ্ঞান সম্পন্ন বানিয়ে দিয়েছেন । বারংবার এই চিত্র দেখা উচিত । বাবা আমাদের পড়াশোনা করিয কি করতে চাইছেন, তা কারোর ভাগ্যে না থাকলে বুঝতে পারে না বাবা অনেক কিছু বোঝান, যার মধ্যে মনোযোগ দিতে হবে । বাবার বাচ্চা হয়ে সার্ভিস করতে পারবে না? বাবা তো কল্যাণকারী । অনেক বাচ্চারা তো অনেকের অনেক রকমের অকল্যাণ করতে থাকে । যার কিছু এখানকার জন্য ভাবনা চিন্তা আছে তাদের সেই ভাবনা চিন্তা উড়িয়ে দেয় । এমন সব বিকর্মও করে । ভুতের ধরে তাই তো এই সব করে, গানও আছে যে.. সদগুরুর নিন্দুক ঠাঁই পায় না কোথাও । এখানে তো বাপদাদা দুজনেই আসেন । নিরাকারকে তো কেউ কিছু বুঝতে পারলো না । ওদের কি বলবে! এতো ভক্তি মার্গে বলে দেয় যে ভগবানই দুঃখ দেন... সেতো অজ্ঞানতার কারণে এমন ভাবে ।এখন তো বাচ্চারা জানে যে অজ্ঞানতার কারণে বাবাকে কত তিরস্কার করে থাকি । এমন কেউ নেই যে তমোপ্রধানকে সতোপ্রধান বানাবে আর উল্টো মত দেবে যে পরমাত্মা

সর্বব্যাপী । * মানুষ কত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । তখনই বলে যে ব্রহ্মার দেহে পরমাত্মা কেমন করে আসেন । তাহলে কার দেহে আসবেন? কৃষ্ণের দেহে আসবেন?* তাহলে ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী কেমন করে হয়েছেন? তাহলে তো তারা *দৈবী কুমার, কুমারী* হয়ে যাবে । *ব্রাহ্মণেরাই তো ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী হবে *। ব্রাহ্মণদের ছাড়া বাবা তো কিছু করবেন না, এই জন্যই এদের চিত্র নিশ্চয়ই দিতে হবে । এই ব্রহ্মাও ব্রাহ্মণ । প্রজাপিতা ব্রহ্মা ভারতে থাকেন । *দিন প্রতিদিন ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার ঘরে বসে অনেকের হতে থাকে । বৃদ্ধি হতে থাকবে *। যার পার্ট আছে সে তো দ্রুত যাবে । অনেকে ভাবে যে ভগবান কোনো রূপে আছেন নিশ্চয়ই । *সাক্ষাৎকার তো পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ করাতে পারবে না* । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করিয়ে । জ্ঞান দান করেন আর ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করেন । ব্রাহ্মণদের ধর্ম নিশ্চয়ই প্রয়োজন ।তাঁরা হলেন উঁচু থেকে উঁচু ।প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অনেক উচ্চ ।ওনাকে বলা হয় ভগবানের পরেই । সূক্ষ্মবতনে অন্য আর কেউ নেই । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হবে, ব্যাস । ব্রহ্মা তারপর দেবতা হয়ে যান । ৮৪ জন্মের পরে আবার ব্রহ্মা হয়ে যান । ব্রহ্মা সরস্বতী তো আবার লক্ষী নারায়ণ হয়ে যান ।জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরীই রাজ রাজেশ্বরী হয়ে যান ।ব্রহ্মা আবার বিষ্ণু, বিষ্ণু আবার ব্রহ্মা কেমন করে হন —— এটা একটা ফার্স্ট ক্লাস পয়েন্ট, যা কিনা ভালো করে বোঝানো যেতে পারে ।এই জ্ঞান বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয় ।প্রদর্শনীতে ভালো করে বোঝাও যে, তোমরা ব্রহ্মার ব্যাপারে বিভ্রান্ত কেন ।এত সব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আছে - - - - প্রথমে কেউ যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহলেই বিষ্ণুপুরীর মালিক দেবতা হবে । ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত্রি খুব বিখ্যাত, তাই না । এখন হলো রাত্রি । এমন সব চিত্রের সামনে বসে প্র্যাকটিস করো ।যারা সার্ভিস করবে তাদের সার্ভিস ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা থাকা উচিত নয় । সার্ভিস করে দ্রুত এগোতে থাকো । বুদ্ধিতে জ্ঞান ঝরে পড়ে, খুব ভালো ভাবে ঝুলি ভরা থাকলে তখনই উৎসাহ থাকবে । *সার্ভিস করতে করতে দ্রুত এগিয়ে যাবে* ।জ্ঞান আছে অথচ বোঝাতে পারবে না এতো হতেই পারে না । তাহলে জ্ঞান কিসের জন্য নাও ? নিলে পরে দানও করতে হবে। দান না করলে, ওনার মতো না হতে পারলে, তাহলে আর কিসের ব্রাহ্মণ হলে! থার্ড গ্রেডের । ফার্স্ট গ্রেড ব্রাহ্মণদের এটাই তো স্বাভাবিক কাজ । বাবা রোজ বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন । সার্ভিস আর ডিস-সার্ভিস এই সব বাচ্চাদের সাথে সম্পর্কিত । যদি সার্ভিস না করতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই ডিস-সার্ভিস করে থাকে ।ভালো ভালো বাচ্চারা যেখানেই যাক না কেন নিশ্চয়ই সার্ভিস করবে । *যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন অনন্য বাচ্চার দ্বারা ভুল হবে না, তখনই মালার দানা হবে* । প্রধান হল ৮টা দানা। পরীক্ষাও তো খুব কঠিন, তাই না । বড় বড় পরীক্ষায় অল্প জনই উত্তীর্ণ হয়, কেননা গভর্নমেন্টকে তাহলে সবাইকে চাকরি দিতে হবে । বাবাকেও তো বিশ্বের মালিক বানাতে হবে, তাই জন্য অল্প সংখ্যক পাশ করে । প্রজা তো অনেক অনেক লাখ লাখ হয়ে থাকে, এই জন্য বাবা জিজ্ঞেস করেন মহারাজা হবে না প্রজাদের মধ্যে ধনবান (সাহুকার) হবে? অথবা গরীব হবে? বলো কি হবে? মহারাজাদের কাছে দাস দাসী অনেক থাকে, যা আবার বর পণে দেওয়া হয় । পুরুষার্থ করে ভালো পদ প্রাপ্ত করতে হবে ।এমন বুদ্ধিমান হতে হবে যাতে সবাই ডাকে ।প্রায়শই অনেকেই ডাকা হয় । এটা তো জানো । আর যার কোন লক্ষণ নেই তাদেরকে কেউ কখনো ডাকে না। কিন্তু নিজেরা থোরাই জানে যে ওরা থার্ড ক্লাস অন্তর্গত । কেউ তো আবার খুব সার্ভিসএবেল, যেখানে সার্ভিস করার থাকে সেখানে ছুটে যায় ।চাকরির পরোয়া না করে সার্ভিস(সেবা) করতে চলে যায় ।কারোর তো চাকরি না থাকলেও সার্ভিস করে না, ইচ্ছা হয় না । অথবা ভাগ্যে নেই বা গ্রহের ফের । সার্ভিস তো অনেক আছে । পরিশ্রমও অনেক করতে হয় । ক্লান্তও হয়ে যায় । বোঝাতে বোঝাতে গলা শুকিয়ে যায় । এমনিতেই থার্ড ক্লাস যারা

তাদের গলা শুকিয়ে থাকে । এর মানে এই নয় যে এরা অনেক ভালো সার্ভিস করেছে ।বাবা জানেন - ভালো রয়্যাল সার্ভিস কে করতে পারে । কিন্তু অনেকের মধ্যে খামতিও থাকে ।নাম রূপের ব্যাপারে ফেঁসে থাকে ।তারপর শিক্ষা দিয়ে শোধরানো হয় ।নাম রূপে কখনো ফাঁসা উচিত নয় । দেহী অভিমানী হতে হবে ।আত্মা ক্ষুদ্র একটি বিন্দুর মতো । বাবাও বিন্দুর সমান । নিজেকে ক্ষুদ্র বিন্দু ভাবো আর বাবার স্মরণ করার জন্য খুব পরিশ্রম করো ।ওপর ওপর তো বলে দেবে যে, শিববাবা আমরা আপনাকে খুব স্মরণ করি । কি সঠিক বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে হবে ।খুব ধৈর্য আর গভীর ভাবে স্মরণ করতে হবে ।এই ভাবে কেউ খুব কমই স্মরণ করে। এতে অনেক পরিশ্রম লাগে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত ।রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের ঝুলি জ্ঞান রত্ন দিয়ে পরিপূর্ণ করে নিয়ে দান করতে হবে । এই কাজে ব্যস্ত থেকে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হতে হবে ।

২) তোমরা হলে কল্যাণকারী বাবার সন্তান, তাই সবার কল্যাণ করতে হবে । কারো মনের ভাবনাকে অশ্রদ্ধা করা, বিপরীত মত দেওয়া, এই সব অকল্যাণকর কার্য কখনো করা উচিত নয় ।

বরদান :- কল্যাণ বৃত্তি আর শুভ চিন্তনের ভাবনা দ্বারা বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত হওয়ার জন্য তীব্র পুরুষার্থী ভবঃ

তীব্র পুরুষার্থী সেই হবেন যিনি সবার প্রতি কল্যাণকর বৃত্তি আর শুভ চিন্তনের ভাবনা রাখেন।যদিও কেউ বার বার পতনের চেষ্টা করে, মনের স্থিতি নাড়িয়ে দেয়, বিঘ্ন রূপে আসে, তাহলেও আপনি তার প্রতি সর্বদা শুভ- চিন্তকের অচল ভাবনা রাখবেন । কোনো কথার জন্যে এই শুভ ভাবনা যেন না বদলায় । প্রত্যেক পরিস্থিতিতে বৃত্তি আর ভাবনা যথার্থ থাকলে পরে আপনার ওপরে কোনো কিছু প্রভাব ফেলতে পারবে না । তারপর তো কোনো ব্যর্থ জিনিস দেখতে পাবেন না, সময় বেঁচে যাবে। এটাই হল বিশ্ব কল্যাণাকারী স্টেজ (স্থিতি) ।

স্লোগান :- সন্তুষ্টতা হল জীবনের শৃঙ্গার, এই জন্য সন্তুষ্টমণি হয়ে সন্তুষ্ট থাকো আর সকলকে সন্তুষ্ট করো ।